পোয়াল মাশরুম চাষ পদ্ধতি

উপকরণঃ-

১) প্যাকেট বীজ (২০০ গ্রাম)

২) ৪০ টি দেশি আমন ধানের খড় (১০ কেজি)

৩) ১ মিটার লম্বা ১ মিটার চওড়া সাদা পলিথিন পেপার

৪) দড়ি

৫) বাঁশ বা কাঠের মাচা

৬) ডাল গুড়ো ৫০ গ্রাম থেকে ১০০ গ্রাম (মুসুর ডাল হলে ভাল হয়)

পদ্ধতিঃ

- দেশি আমন ধানের খড় আগা ও গড়া বাদ দিয়ে আড়াই ফুট পর্যন্ত কেটে নিয়ে ১২ থেকে ১৬ ঘন্টা পরিস্কার জলে ডোবাতে হবে।
- ঐ খড়গুলি ছায়াতে জল ঝারিয়ে নিতে হবে।
- এবার ছায়াতে ৩ ফুট X ৩ ফুট একটি বাঁষ বা কাঠের মাচা তৈরী করতে হবে। মনে রাখতে হবে ২৫ থেকে ৩৫ সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রা পোয়াল মাশরুম চাষ ভাল হয়।

- মোট খড়গুলিকে ৪টি ভাগে ভাগ করতে হবে এবং বীজকে ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে।
- এবার এক ভাগ খড় কঠের উপর সমান ভাবে বিছিয়ে দিতে হবে এবং চারিধারে ৩ ইঞ্চি বাদ দিয়ে এক ভাগ বীজ সমান ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং কিছু ডাল গুড়ো ঐ

বীজের উপর ছড়াতে হবে। এই ভাবে ৪ স্তর খড় ও ৩ স্তর বীজ ও ডাল গুড়ো ছড়িয়ে দিয়ে পলিথিন চাদর বিছিয়ে দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

- প্রয়োজনবোধে ৩ থেকে ৪ দিন অন্তর প্লাস্টিক খুলে সামান্য কলের জল ছেটাতে হবে।
- ১৫ থেকে ১৮ দিনের মাথায় সঠিক পরিবেশ পেলে কুঁড়ি আসতে থাকবে তখন প্লাস্টিক খুলে দিতে হবে ও দিনে দুবার সামান্য জল ছিটিয়ে খড়টাকে ভিজিয়ে রাতে হবে। যখন কুঁড়ি বার হয়ে ছাতার মতো হবে তখন তুলে নিতে হবে। এভাবে একটি বেডে ২ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত মাশরুম পাওয়া যাবে।

- সমস্ত মাশরুম তোলার পর খড়ে ভাল করে জল দিয়ে আবার প্লাস্টিক বেঁধে দিলে দ্বিতীয় ফলন পাওয়া যাবে। তবে ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগবে।

বীজের জন্য ও বিষদ জানতে যোগাযোগ করুন বাসন্তীর

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে

ফোন - ৮০১৬৩৭৭৪৬৬, ৯৭৩২৭১৬৯২৬

পরিচালনায় ঃ

JOYGOPALPUR GRAM VIKASH KENDRA

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
গ্রাম ঃ- জয়গোপালপুর, পোঃ- জে.এন.হাট
বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩ ৩১২
ফোন ঃ- ৯৫৬৪১৬৪৫৮৫

সহযোগিতায় ঃ

IGF Danmark
আই.জি.এফ ডেনমার্ক

Seniorer » uden Grænser
Seniors Without Borders
এস.ইউ.জি ডেনমার্ক